প্রথম আলো

তারিখ ... ৮.৩.১৮... ২০... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .... ৫ .....

কিছু শিক্ষার্থী প্রথমবার ভর্তি হয়েও দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা দিয়ে নতুন করে ভর্তি হন। আবার কিছু শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে চলে যান অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

দ্বিতীয় দফার ভর্তি চক্রে আসন শূন্য চার শতাধিক

আহমেদ জায়িফ ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অর্ধেকই দ্বিতীয় দফায় আবেদনকারী। তাঁরা আগের বছরও এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। আর ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অর্ধেক হলেন এই দ্বিতীয় দফায় আবেদনকারী। দ্বিতীয়বার ভর্তির এই সুযোগের কারণে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রতিবছর চার শতাধিক আসন শূন্য থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি কার্যালয় থেকে পাওয়া দুই বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, কিছু শিক্ষার্থী প্রথমবার ভর্তি হয়েও দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা দিয়ে নতুন করে ভর্তি হন। আবার কিছু শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে চলে যান অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের আসন খালি হয়ে যায়। এ ছাড়া বিভাগ পরিবর্তনের কারণে শূন্য আসনে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি-প্রক্রিয়া শেষ করেও দেখা গেছে, নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে অনেক আসন খালি থেকে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সদস্য ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক মো. মামুনুর রশীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

দ্বিতীয় দফার ভর্তি চক্রে আসন শূন্য চার শতাধিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রথমবার ভর্তি হওয়া কিছু শিক্ষার্থীও দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। ফলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু আসন খালি হয়। ফলে প্রতিবছর সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চক্রাকারে কয়েক হাজার আসন খালি পড়ে থাকে।

দ্বিতীয়বার ভর্তির সুযোগের কারণে মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না বলেও জানিয়েছেন বেশ কিছু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। তাঁরা বলছেন, উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর একজন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে বড়জোর দুই মাস সময় পান। অন্যদিকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় থাকে প্রায় দেড় বছরের। উভয়ই একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেন। তাই মেধার সঠিক মূল্যায়ন হয় না।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ব্যবস্থাপনার গলদের কারণেই ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য আসন খালি থাকছে। এর ফলে কোচিং ব্যবসাও প্রসারিত হচ্ছে। নতুন শিক্ষার্থীদের বাইরে দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দীর্ঘদিন ধরে কোচিংয়ের শরণাপন্ন থাকেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী।

দ্বিতীয় দফা ভর্তির চক্র থেকে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) বেরিয়ে এসেছে। এ ছাড়া খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ও দ্বিতীয় দফা ভর্তির সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বুয়েটের রেজিস্ট্রার এ কে এম মাসুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীরাই কেবল বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। অন্যদের সুযোগ নেই।

এমন প্রক্রিয়ার কারণ সম্পর্কে রেজিস্ট্রার বলেন, অনেক শিক্ষার্থী দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা দিয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন খালি করে চলে আসে। অনেকে আবার প্রথমবার পছন্দমতো বিভাগ না পেয়ে দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা দিয়ে অন্য বিভাগে চলে যায়। এ কারণে আগের আসনটি খালি থাকে। এ ছাড়া সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাস করা এবং দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তুতির মধ্যেও রাত-দিন তফাত রয়েছে। এসব কারণেই দ্বিতীয় দফায় ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে না পারা কিংবা পছন্দের বিষয়ে ভর্তি না হতে পেরে দ্বিতীয় দফায় চেষ্টা করা এ দেশের বাস্তবতায় সত্য। আবার একই সঙ্গে আসন খালি থাকার অর্থ অন্য শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও সরকার বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ *প্রথম আলোকে* বলেন, যারা প্রথম বছরে ভর্তি পরীক্ষা দেবে, তাদের জন্য সিংহভাগ আসন, যেমন ৯০ বা তার বেশি অংশ রেখে, বাকি ১০ শতাংশ বা তার কম আসন দ্বিতীয়বার বা পরের বছরে পরীক্ষা দিচ্ছে এমন শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। এতে অপচয়ের পথ বন্ধ হবে। আর যারা বেশি সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের তুলনামূলকভাবে কম সুযোগের মধ্যে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। এ ছাড়া পরীক্ষা আলাদাভাবে নেওয়া বা ভিন্ন প্রশ্ন করার বিষয়েও মত দেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ইউনিটে মোট এক লাখ ৯৯ হাজার ৪৬ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে ৮২ হাজার ২৮৯ জন ছিলেন দ্বিতীয়বার আবেদনকারী। আর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে মোট আবেদনকারী ছিলেন দুই লাখ ৩৫ হাজার ৭০৩ জন। এর মধ্যে ৯৬ হাজার ৭৫৬ জন ছিলেন দ্বিতীয়বার আবেদনকারী।

অন্যদিকে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় হাজার ৬৬৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হন। এর মধ্যে তিন হাজার ৩৩৮ জনই ছিলেন দ্বিতীয়বার আবেদনকারী, যা ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর ৫০ শতাংশের বেশি। আর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া মোট ছয় হাজার ৬১৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে তিন হাজার ২৮৩ জন ছিলেন দ্বিতীয়বার আবেদনকারী, যা ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর ৪৯ শতাংশের বেশি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা দিয়ে নতুন করে ভর্তি হওয়ায় খালি আসনের সংখ্যা ছিল ৪২৯টি। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে খালি ছিল ৪১৬টি আসন। তবে যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজে চলে গেছেন, তাঁদের হিসাব পাওয়া যায়নি। বাস্তবে এসব শূন্য আসনের সংখ্যা আরও বেশি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দ্বিতীয় দফায় ভর্তি বন্ধ হলে আবেদনপত্র বিক্রিও কমে যাবে। তাঁদের অভিযোগ, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কমে যাবে বলে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগী নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, কিছু আসন খালি থাকে এটা বাস্তবতা, তবে শিক্ষার্থীরা পছন্দমতো বিষয় না পেলে পড়াশোনায় মনোযোগ বসাতে পারে না, এটাও মাথায় রাখতে হবে। তাই ব্যক্তিগতভাবে দ্বিতীয় দফায় ভর্তি পরীক্ষার সুযোগের পক্ষে আমি।